সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদফতরের মাসিক মুখপত্র

রেজি নং : ৭৩/৭৬ | বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ | ডিসেম্বর ২০১৬

২৫ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৩ ডিসেম্বর ২৫ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম যৌথভাবে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ি, ১৭টি লক্ষ্য অর্জন করি (Achieving 17 Goals for the Future We Want)'।

সমাজসেবা অধিদফতর সম্প্রতি সারা দেশে জরিপ চালিয়ে ১৫ লাখেরও অধিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষ শনাক্ত করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ছবিসহ তথ্যাদি *Disability Information System* ডাটাবেজ এ সন্নিবেশ করা হচ্ছে। তাদের প্রত্যেককে বর্তমানে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র দেয়ার কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সবাইকে স্মার্ট কার্ড দেয়ার পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিবন্ধী, অটিষ্টিক ও বৃদ্ধদের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে জীবনচক্রভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, 'অটিষ্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের দক্ষতা ও সক্ষমতার নিরিখে তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্যেক প্রতিবন্ধী এবং অটিষ্টিক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক, চিকিৎসা এবং শিক্ষা সহায়তা দেয়া হবে। প্রতিটি স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে আর দশটা স্বাভাবিক শিশুর সঙ্গে মিশে তারা শিক্ষা লাভ করে সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে'। প্রধানমন্ত্রী সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য পথ প্রশস্ত করতে কর্পোরেট সেক্টর এবং বিত্তবান মানুষসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডা. মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এমপি বক্তব্য দেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি এর সভাপতিত্বে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জিল্লার রহমান এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি রজব আলী খান নজিবও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনটি ক্যাটাগরিতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার মধ্যে ক্রেষ্ট ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

অন্য পাতায়

শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২
আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০১৬	২
আইনের সংঘাতে জড়িত ও সংস্পর্শে আসা শিশু, কিশোর/কিশোরীদের মনোসামাজিক উন্নয়নে ভিডিও কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন	৩
কোচিং সাইকেল	৩
ইনোভেশন বার্তা	৪ ও ৫
৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৬
গণশুনানী	৬
সাফল্যগাথা	৭
কেস স্টাডি: প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস	৭
চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮	৮

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের অন্যতম একটি প্রচেষ্টা হল শহরকেন্দ্রীক দরিদ্র জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায় মোট ৮০টি ইউনিটে সাফল্যের সাথে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শুধু শহরে বসবাসরত বেকার যুব সম্প্রদায়ই নয়; সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারের এতিম নিবাসী বেসরকারি এতিম খানা/শিশুসদনের এতিম নিবাসী ঢাকা শহরে উচ্চশিক্ষার্থে আসা বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের ছাত্রছাত্রী/প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/দলিত, বেদে, হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণেচ্ছু ব্যক্তিরাও এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পারে। বর্তমানে ১৮টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া প্রতিটি শহর সমাজসেবা কার্যালয় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনক্রমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ...'।

প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতা

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সংশিষ্ট এলাকার সকল শ্রেণীর ব্যক্তির প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষণার্থীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক :

১. প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই সংশিশ্লষ্ট এলাকার বসবাসকারী হতে হবে।
২. প্রশিক্ষণার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা (ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, সার্টিফিকেট ইন বিউটিফিকেশন, ব্লক,বাটিক এন্ড প্রিন্টিং - অষ্টম শ্রেণী) এস.এস.সি. পাশ।
৩. নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন করতে হবে।
৪. অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থী আবেদন করতে পারবে।
৫. অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থী রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।
৬. প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই প্রশিক্ষণের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবে।

সনদপত্র

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সনদপত্র প্রদান করবে।

প্রশিক্ষণ কোর্স

১. বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের তালিকাভুক্ত ট্রেড হতে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী যে কোন ট্রেড নির্বাচন করা যাবে।

২. কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস/কারিকুলাম/মডিউল অনুযায়ী ৩-৬ মাস মেয়াদি/৩৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ কোর্স (জানুয়ারি - জুন ও জুলাই - ডিসেম্বর/ জানুয়ারি/মার্চ, এপ্রিল - জুন, জুলাই - সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর - ডিসেম্বর) সেশনে ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ সিলেবাস

বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়/ আনুষাঙ্গিক খরচ

নির্বাচিত প্রার্থীকে ভর্তি ফি এককালীন ২৪০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রেশন ফি ৪৫০ টাকা অথবা এককালীন ১২০০ টাকা, মাসিক ২০০ টাকা ও রেজিস্ট্রেশন ফি ৪৫০ টাকা এবং কেন্দ্র ফি ২০০ টাকা সহ সর্বমোট ৩০৫০/-টাকা প্রদান করতে হবে। তবে সুবিধাবঞ্চিত গরীব, মেধাবী, এতিম, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষেত্রে সমন্বয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফি নির্ধারিত হবে। (স্থান, কাল, অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন ফি পরিবর্তনযোগ্য)।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০১৬

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের র‍্যালী

১ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ/ ১৬ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এম.পি। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল র‍্যালী যা বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু হয়ে সমাজসেবা ভবন, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা পর্যন্ত এসে শেষ হয়।

জাতিসংঘের আহবানে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর ১ অক্টোবর বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। এবছর ২৬ তম প্রবীণ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- Take a stand against ageism অর্থাৎ বয়স বৈষম্য দূর করুন। অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সকলকে নিয়ে এক সুন্দর বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষেই জাতিসংঘের এই উদাত্ত আহবান। আজকের এই সুন্দর সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুনিপুণ কারিগর প্রবীণজণেরা। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবি, ব্যবসায়ী, এবং সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমকর্মীসহ নাগরিক সমাজের নেতৃত্বে প্রবীণদের অবস্থান এবং উপস্থিতি অত্যন্ত সরব বলিষ্ঠ এবং প্রশংসনীয়।

বর্তমান সরকার প্রবীণ দরদী এবং প্রবীণ বান্ধব সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে প্রবর্তন করেন বিশ্বনন্দিত বয়স্কভাতা কর্মসূচি। সরকার প্রদত্ত সুরক্ষা কর্মসূচি যেমন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদির সুবিধাও প্রবীণগণ গ্রহণ করছেন। প্রবীণদের অধিকার, স্বার্থ এবং সার্বিক কল্যাণ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার অনুমোদন করেছে বহু প্রতিক্ষিত প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা-২০১৩ এবং পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন সোপানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ-নবীন সকলে জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, অবস্থান এবং সর্বপরি বয়সের বৈষম্য মুক্ত প্রবীণ বান্ধব সমাজ গড়ে একসাথে মিলেমিশে বসবাসের উপযোগী অনিন্দ্য সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

আইনের সংঘাতে জড়িত ও সংস্পর্শে আসা শিশু, কিশোর/কিশোরীদের মনোসামাজিক উন্নয়নে ভিডিও কনফারেন্স

২৩ জুলাই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টংগী, গাজীপুর এবং কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলেরহাট যশোরে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে আইনের সংঘাতে জড়িত ও সংস্পর্শে আসা শিশু, কিশোর/কিশোরীদের বাবা-মা/অভিভাবকগণের সাথে ভিডিও কনফারেন্স (Skype) এর কথোপকথন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (আপীল বিভাগ) এর বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ) এর বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। জেলা দায়রা জজ, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত ১ম জেলা দায়রা জজ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন, ট্রাইবুনাল জজ, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, গাজীপুর, সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালকবৃন্দ, উপপরিচালকবৃন্দ, উপপরিচালক, গাজীপুর, সহকারি পরিচালকবৃন্দ,তত্ত্বাবধায়ক, কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর এবং স্থানীয় অন্যান্য কর্মকর্তাসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টংগী, গাজীপুর এবং কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলেরহাট যশোর এই ৩টি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞ আদলতের মাধ্যমে আইনের সংঘাতে জড়িত ও সংস্পর্শে আসা শিশু, কিশোর/কিশোরীদের আবাসন, খাদ্য, শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

এই সকল শিশু, কিশোর/কিশোরীদের পরিবারের মাতা-পিতা ও স্বজনদের সাথে Skype এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের মনোসামাজিক উন্নয়নে সমাজের মূল স্রোত ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ ভিডিও কনফারেন্স (Skype) এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

কোচিং সাইকেল

আধুনিক ডিজিটাল সমাজসেবা অধিদফতরের রূপকবি মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির এর অনেকগুলো ইনোভেশন আইডিয়ার মধ্যে কোচিং সাইকেল অন্যতম। এটি ফরিদপুরে বাস্তবায়ন করা হয়। কোচিং সাইকেল হচ্ছে-উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে বাছাইকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে ক্লাসের ক্রমানুসারে নিম্নস্তরের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করানোর একটি আধুনিক কৌশল।

উদ্ভাবনটি বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. এর ঘোষণার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ মন্ত্রী তাঁর ঘোষণায় বলেছেন, 'নোট বই, গাইড, কোচিং/প্রাইভেট বানিজ্য চলবে না'। কোচিং সাইকেল অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের পড়াশোনার যেমন উন্নয়ন হচ্ছে, তেমনি সময়জ্ঞান, পারস্পরিক সম্মানবোধ, ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোচিং সাইকেলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিবাসীরা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও ক্লাসওয়ারী দলগঠন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, আচার আচরণ ভালোভাবে শিখতে পারছে।

কোচিং সাইকেলে প্রতিষ্ঠানের নিবাসীরা

ইনোভেশন বার্তা

সরকারের *Vision* ২০২১এর পাশাপাশি *National Sustainable Development Strategy (NSDS), National Social Security Strategy (NSSS),* জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯, *7th Five Year Plan* (২০১৬- ২০২০) এবং সম্প্রতি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত *Sustainable Development Goals (SDGs)* এর সরাসরি প্রায় ৯টি *Goals* এবং ১৭টি *Targets* বাস্তবায়নের অন্যতম *Key Responsible Department* হিসেবে সমাজসেবা অধিদফতর বিরামহীন কাজ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সমাজসেবা অধিদফতর প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিকসেবা সহজিকরণের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাজসেবা অধিদফতর শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মাইলফলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার দেশের প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে পাঠ্যপুস্তক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে হাতে পান। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, বেসরকারি সংস্থা ইপসা এবং সমাজসেবা অধিদফতর যৌথভাবে এ বিশাল কর্মযোগ্যে সফল ভাবে সম্পন্ন করে। এটুআই এর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ইনোভেশন ফান্ড ব্যবহার করে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু ব্রেইল বই এর পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া টকিং বই এর ব্যবস্থা করা হয়। এই টকিং বই ব্যবহারের সফল পাইলট সম্পন্নের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের ০৪টি পিএইচটি সেন্টার, ০১টি বরিশাল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ০১টি ইআরসিপিএইচ সহ মোট ০৬টি ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, সমাজসেবা অধিদফতর এই মহতি কাজের ফোকাল পারসন হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

০৭ জুলাই ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের প্রথম পেপারলেস অফিসিং এর যাত্রা শুরু করেছে সমাজসেবা অধিদফতর।

মাঠ পর্যায়ে চলমান ১০টি ইনোভেশন আইডিয়ার পাইলটিং এর সাথে সম্পৃক্ত সমাজসেবা অধিদফতরের ২৫ জন কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি পর্যালোচনা সভা ২০১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্যোগে এবং এটুআই প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতররের সদর ও মাঠ পর্যায়ের ৩০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রথমবারের মতো অধিদফতর পর্যায়ে *Workshop on Innovation in Public Service* আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় কর্মকর্তারা ৬টি ইনোভেশন আইডিয়া প্রদান করেন।

২০১৬ সালের ১৭ জানুয়ারি টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ধুবরিয়া ইউনিয়নে বয়স্ক এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর পোষ্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ভাতা বিতরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট তারানা হালিম, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির এবং ডাক অধিদফতরের মহাপরিচালক জনাব প্রবাস চন্দ্র সাহা এবং এটুআই কর্মসূচির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর এর উদ্যোগে ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মহাপরিচালক কর্মশালার শ্লোগান দেন- *Mission one UCD one New Trade.* এ অভিযাত্রার সফল সমাপ্তি দেশজুড়ে দক্ষ একটি জনবল তৈরীর পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রশস্তর একটি ক্ষেত্র তৈরিতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

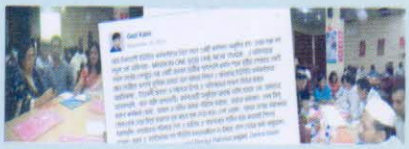

২০১৪ সালের জুন মাসে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এটুআই এর অর্থায়নে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদফতরে ই-লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের যাত্রা শুরু। ই-লার্নিং সেন্টারের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এমন কি স্বাভাবিক সকল শিক্ষার্থী ১ম-১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ডিজিটালি পড়ালেখার সুযোগ পাবে।

সামাজিক যোগাযোগ ফেসবুক এর মাধ্যমে মহাপরিচালকের তাৎক্ষনিক নির্দেশনায় ৫ বছরের সমস্যা ৫ দিনে সমাধান

Samir Mallik
November 8, 2015 · Dhaka

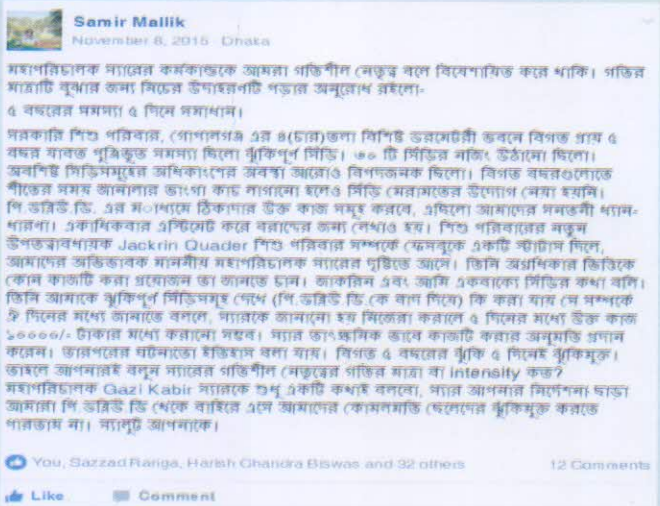

মহাপরিচালক স্যারের কর্মকান্ডকে আমরা গতিশীল নেতৃত্ব বলে বিশেষায়িত করে থাকি। গতির মাত্রাটি বুঝার জন্য নিচের উদাহরণটি পড়ার অনুরোধ রইলো-

৫ বছরের সমস্যা ৫ দিনে সমাধান।

সরকারি শিশু পরিবার, গোপালগঞ্জ এর ৪(চার)তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবনে বিগত প্রায় ৫ বছর যাবত পুঞ্জিভূত সমস্যা ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ সিঁড়ি। ৩০ টি সিঁড়ির নজিং উঠানো ছিলো। অবশিষ্ট সিঁড়িসমূহের অধিকাংশের অবস্থা আরোও বিপদজনক ছিলো। বিগত বছরগুলোতে শীতের সময় জানালায় ভাংগা কাচ লাগানো হলেও সিঁড়ি মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পি.ডব্লিউ.ডি. এর মাধ্যমে ঠিকাদার উক্ত কাজ সমূহ করবে, এছিলো আমাদের সনাতনী ধ্যান-ধারণা। একাধিকবার এস্টিমেট করে বরাদ্দের জন্য লেখাও হয়। শিশু পরিবারের নতুন উপতত্ত্বাবধায়ক Jackrin Quader শিশু পরিবার সম্পর্কে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিলে, আমাদের অভিভাবক মাননীয় মহাপরিচালক স্যারের দৃষ্টিতে আসে। তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিকে কোন কাজটি করা প্রয়োজন তা জানতে চান। জাকরিন এবং আমি একবাক্যে সিঁড়ির কথা বলি। তিনি আমাকে ঝুঁকিপূর্ণ সিঁড়িসমূহ দেখে (পি.ডব্লিউ.ডি.কে বাদ দিয়ে) কি করা যায় সে সম্পর্কে ঐ দিনের মধ্যে জানাতে বললে, স্যারকে জানানো হয় নিজেরা করালে ৫ দিনের মধ্যে উক্ত কাজ ৯০০০০/- টাকার মধ্যে করানো সম্ভব। স্যার তাৎক্ষনিক ভাবে কাজটি করার অনুমতি প্রদান করেন। তারপরের ঘটনাতো ইতিহাস বলা যায়। বিগত ৫ বছরের ঝুঁকি ৫ দিনেই ঝুঁকিমুক্ত। তাহলে আপনারাই বলুন স্যারের গতিশীল নেতৃত্বের গতির মাত্রা বা intensity কত? মহাপরিচালক Gazi Kabir স্যারকে শুধু একটি কথাই বললো, স্যার আপনার নির্দেশনা ছাড়া আমরা পি.ডব্লিউ.ডি থেকে বাহিরে এসে আমাদের কোমলমতি ছেলেদের ঝুঁকিমুক্ত করতে পারতাম না। স্যালুট আপনাকে।

You, Sazzad Ranga, Harish Chandra Biswas and 32 others · 12 Comments

Like · Comment

সমাজসেবা অধিদফতরের চলমান বা গৃহীত বা স্কেলআপ সম্পন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা

উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	মন্তব্য
ডিজিটাল ভাতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম 'ভাতা'	সারাদেশে স্কেল আপ : MIS , ডাটা এন্ট্রি চলমান
ওয়ান ইউসিডি ওয়ান নিউ ট্রেড	সারাদেশে ৮০টি ইউসিডিতে বাস্তায়ন করা হয়েছে।
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : শহর সমাজসেবা কার্যালয়	সারাদেশে স্কেলআপ সম্পন্ন
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র প্রশিক্ষণের অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন এবং ডরমেটরির আবাসিক সিট বুকিং	ই-সার্ভিস সিস্টেম চলমান
বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	ই-সার্ভিস সিস্টেম ডেভেলপ প্রক্রিয়াধীন
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যাদির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম	ই-সার্ভিস সিস্টেম ডেভেলপ প্রক্রিয়াধীন
অনলাইল চাকুরীর আবেদন দাখিল ও ব্যবস্থাপনা	ই-সার্ভিস সিস্টেম ডেভেলপ প্রক্রিয়াধীন
অ্যাপ : MyDSS (Contact Management System)	অ্যাপ ডেভেলপ প্রক্রিয়াধীন
ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইন আবেদন	ই-সার্ভিস সিস্টেম ডেভেলপ সম্পন্ন
চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	ই-সার্ভিস সিস্টেম ডেভেলপ সম্পন্ন
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ই-লার্নিং সেন্টার	পাইলট চলমান
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন সহজিকরণ	ই-সার্ভিস সিস্টেম ডেভেলপ প্রক্রিয়াধীন
উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের সেবা সহজীকরণ এবং সহায়তা প্রদান	পাইলট চলমান
শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তি সহজীকরণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান	পাইলট চলমান
মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ সহজীকরণ 'ই-ভাতা'	পাইলট চলমান
সরকারি শিশু পরিবারে নিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রমে কোচিং সাইকেল	পাইলট চলমান
সরকারি শিশু পরিবারে ভর্তি সহজিকরণ পাইলট চলমান	
সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের অভিভাবক পরিচয়পত্র প্রদান	পাইলট চলমান
পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের হিসাব সহজীকরণ 'ম্যাজিক ব্যালেন্স'	পাইলট চলমান
'যাকাত ও অনুদান সংগ্রহ মেলা' হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের দুঃস্থ রোগীদের কল্যাণে পাইলট সম্পন্ন	স্কেলআপ প্রক্রিয়াধীন
প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবাসী দিবস ও অভিভাবকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং	পাইলট চলমান
'প্রজন্ম বাঁচাই' শিশু সুরক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন	পাইলট চলমান
টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮	বাস্তবায়ন সম্পন্ন
ডিজিটাল এটেনডেন্ট সিস্টেম	প্রক্রিয়াধীন
'ফেরা' (হারিয়ে যাওয়া মানুষের আপন ঠিকানায় ফিরে আসা)	পাইলট চলমান
মাইক্রোক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	স্টাডি চলমান
Disability Information System (DIS)	স্কেলআপ সম্পন্ন
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের স্বাবলম্বীকরণ	প্রক্রিয়াধীন
ডাইভারশন কেস সহজীকরণ	প্রক্রিয়াধীন
নিরাপদ মাতৃত্ব	প্রক্রিয়াধীন

চেঞ্জমেকার গড়ণের প্রত্যয়ে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি আয়োজিত ৬০ দিন মেয়াদী ৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ণের দক্ষ কর্মকর্তা এবং ২০২৬ সাল থেকে *National Social Security Strategy (NSSS)* বাস্তায়নের নেতৃত্ব প্রদানকারী সুযোগ্য কর্মকর্তা প্রস্তুতির বিষয়টিকে সামনে রেখে অর্থাৎ সমাজসেবা অধিদফতর তথা দেশের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের চেঞ্জমেকার তৈরির প্রত্যয়ে নতুনভাবে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র কোর্স কারিকুলাম সাজানো হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিতে এই প্রথম ৬০ দিন মেয়াদি ৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে। প্রশিক্ষণ কোর্সটি ০৭ আগষ্ট হতে ০৫ অক্টোবর ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৬ আগষ্ট অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্সে রেজিষ্ট্রেশনের মধ্যদিয়ে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির ৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং সভাপতি, বাংলাদেশ সমাজসেবা অফিসার্স এসোসিয়েশন মোঃ ইকবাল হোসেন খান এবং অধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ও মহাসচিব, বাংলাদেশ সমাজসেবা অফিসার্স এসোসিয়েশন মোঃ সাফায়েত হোসেন তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

৬০ দিনের এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৬টি মডিউলে (বাংলাদেশ স্ট্যাডিজ, জনপ্রশাসন, নেতৃত্ব ও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকার ও পাবলিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক রীতিনীতি ও শিষ্টাচার, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দফতর ব্যবস্থাপনা এবং চাকুরী বিধিমালা সমূহ, আর্থিক বিধিমালা ও ব্যবস্থাপনা, বিভাগীয় আইন, বিধিমালা এবং বাস্তবায়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, আইসিটি, সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি, নাগরিক সেবা উদ্ভাবন, ই-ফাইলিং, সমীক্ষা-পরিদর্শণ-বুক ও ফিল্ম রিভিউ, বিবিধ) ১২০০ (লিখিত পরীক্ষা ৬০০, মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত ১২০, দলীয় কাজ ৬০, বই ও ফিল্ম রিভিউ ১৮০, শৃঙ্খলা ও উপস্থিতি ১২০, মৌখিক ১২০) নম্বরের মূল্যায়ন করা হয়।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র ইতিহাসে এই প্রথমবার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণায়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এম.পি দু'টি সেশন নিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি এবং আইন বিভাগের বিজ্ঞ বিচারকগণ সেশন নিয়েছেন।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতিমন্ত্রী

৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ০৩ দিনের (২৫-২৭ আগষ্ট ২০১৬) একটি মাঠপরিদর্শণ কার্যক্রম ছিল। মাঠ পরিদর্শণের আওতায় সিলেট জেলাস্থ সমাজসেবা অধিদফতরের প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং অনান্য কর্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শণ করা হয়। পরিদর্শণকালে প্রান্তিক জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

মাঠ পরিদর্শনে উঠান বৈঠক

৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রথম স্থান অর্জন করেন মোঃ নাসির উদ্দিন, প্রবেশন অফিসার, রাঙ্গামাটি, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন রাজীব কুমার বাগচী, সমাজসেবা অফিসার, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যলয়, দিনাজপুর এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন মোঃ নাসির উদ্দিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। প্রশিক্ষণে কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি।

গণশুনানী

ভিডিও কনফারেন্সে গণশুনানী

৭ ডিসেম্বর সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় সুবিধাভোগীদের সাথে গণশুনানী করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিচালিত ভিডিও কনফারেন্সে মহাপরিচালক বলেন, 'প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদফতর নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে'। তিনি এ সুযোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

গণশুনানীতে মহাপরিচালক অধিদফতরের উদ্যোগে জৈন্তাপুরে পরিচালিত বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতা নিয়ে সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলেন এবং তাঁদের বক্তব্য শোনেন। তিনি এসব প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন।

ভিডিও কনফারেন্সে জৈন্তাপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জয়মতি রাণী বলেন, সমাজসেবা অধিদফতরই আজ তাকে এ পর্যায়ে এনে দিয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৯৮ সালে সমাজসেবা অধিদফতর তাঁকে মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকা নির্বাচিত করে। সমাজসেবা অধিদফতর তাঁকে বের করে আনায় তিনি একবার ইউপি সদস্য এবং দুবার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে পেরেছেন।

কলেজ ছাত্রী লাকী রাণী দাস জানান, তিনি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। জন্মের সময় থেকে তার ডান হাত ও ডান কানে সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু, অর্থাভাবে অপারেশন করাতে পারছেন না। মহাপরিচালক মেয়েটির চিকিৎসায় কত টাকা খরচ হবে-এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে তিনি জৈন্তাপুরের ইউএনও ও সমাজসেবা অফিসারকে নির্দেশ দেন।

গণশুনানীতে মহাপরিচালকের সাথে ছিলেন-সমাজসেবা অধিদফতরের উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ ইকবাল হোসেন খান, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র অধ্যক্ষ, মোঃ সাফায়াত হোসেন তালুকদারসহ অধিদফতরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, জৈন্তাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন-উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুহেল মাহমুদ, সমাজসেবা অফিসার একে আজাদ ভূঁইয়া, উপপরিচালকের পক্ষে সরকারি বাক শ্রবণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী হায়দার ভূইয়া, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সিরাজ উদ্দিনসহ অন্যরা।

সাফল্যগাঁথা

সফল ঋণগ্রহীতা আজিজুল ইসলাম

লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্ম আজিজুল ইসলামের। বাবার বাড়ী-ভিটে তেমন ছিল না। অভাবের সংসার পড়ালেখা বেশিদূর পর্যন্ত করতে পারেননি । বাবার যে দুই-এক বিঘা জমি ছিল তা দিয়ে এবং অন্যের জমি বর্গাচাষ করে কেটে যেত দিন ।

২০০০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সময় আনুমানিক রাত ১১ টা। বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে বুড়িমারী-লালমনিরহাট রোডে মর্মান্তিক ট্রাক দুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এতে তাঁর ডান পা এবং কোমরের হার সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে যায়।

২০০২ সাল। পঙ্গুত্ব জীবন আর অভাব যেন তাঁর নিত্য সঙ্গি। অসহায়ত্ব জীবন নিয়ে কোনরকম দিন কাটছে। বেঁচে থাকাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় দেখা মিললো উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কারিগরী প্রশিক্ষক দিলদার বেগমের।

দিলদার বেগম পরদিন অফিসে এসে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি অবহিত করেন। সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি হলো এসিডদগ্ধ মহিলা ও প্রতিবন্ধী ঋণ কার্যক্রম। সেই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয় আজিজুল ইসলামকে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মাঠকর্মী আজিজুলকে ২০০২ সালে প্রাথমিক পুঁজি হিসাবে ১০,০০০/- টাকার প্রতিবন্ধী ঋণের ব্যবস্থা করে দেন। সেইসাথে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা করার পরামর্শ প্রদান করেন। মাঠকর্মীর পরামর্শ মোতাবেক আজিজুল ইসলাম একটি ছোট দোকান তৈরী করে ব্যবসা শুরু করেন ।

২০০৪ সালে এই ঋণ পরিশোধ করে তিনি আবারো ১৫,০০০/- টাকা ঋণ নেন। এভাবেই পথ চলা শুরু।

দিন দিন বেড়ে যায় আজিজুলের ব্যবসার পরিধি। একটি ছোট দোকান থেকে আজ ২-৩ টি দোকান। গড়িয়েছেন আরো নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তৈরি করেছেন নতুন বাড়ি। যে দোকানটিতে ছিল তার মাত্র ৫০০০/- টাকার মালামাল আজ সেই দোকানটি হয়েছে আধাপাকা এবং মালামাল রয়েছে প্রায় ২,৫০,০০০/- টাকার।

পরিশেষে, স্ত্রী ও এক সন্তান নিয়ে তিনি বেশ ভালোই আছেন। তার একমাত্র সন্তান পড়াশুনা করছেন ক্লাশ ওয়ানে। এখন আর নেই কোন অভাব। সমাজসেবার একজন সফল ঋণ গ্রহীতা হিসেবে আজিজুল ইসলাম আত্মসমৃদ্ধ।

কেস স্টাডিঃ প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস

শ্রেয়া মল্লিক (ছদ্ম নাম) এর ছোট গল্প

বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকে ভারতে যায়, থাকে, তাদের আত্মীয়-স্বজন থাকে, তাদের দুই দেশে আসা যাওয়া চলতে থাকে। কারও পাসপোর্ট থাকে আবার কারও থাকে না। এমনি একটি ঘটনা ঘটে শ্রেয়ার সাথে, সে তার বাবা-মাসহ পশ্চিমবঙ্গের হাওড়াতে দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। তাঁর বর্ধিত পরিবারের বড় একটি অংশ ডুমুরিয়া, খুলনার স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁদের যাওয়া আসা চলে কখনও বৈধ আবার কখনও অবৈধ উপায়ে। এমন করে শ্রেয়া এক আত্মীয়ের সাথে অবৈধ উপায়ে ডুমুরিয়াতে দাদু দিদিমার কাছে বেড়াতে আসে। বর্ডারে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু এলাকার কিছু মানুষ পূর্ব শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে শ্রেয়ার বিরুদ্ধে ডুমুরিয়া থানাকে জানায়। থানার একজন এস আই শ্রেয়ার দাদা বাড়ি গেলে ঘটনার সত্যতা তাঁরা সরল মনে স্বীকার করে। পরবর্তীতে ডুমুরিয়া থানায় ২০১৬ সালের ১৬ জানুয়ারী পুলিশ বাদী হয়ে বাংলাদেশ কন্ট্রোল অব এন্ট্রি আইন ১৯৫২ এর ৪ ধারায় মামলা করলে বিজ্ঞ আদালত শ্রেয়াকে সেফ হোম, বাগেরহাটে পাঠায়। জেলা প্রবেশন অফিসার ডুমুরিয়া থানার ওসিকে ফোন দিয়ে মামলার বাদীর এস আই এর নম্বরে যোগাযোগপূর্বক সাক্ষাৎ করেন। তিনি জানতে পারেন বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের সাথে বেড়াতে এসে শ্রেয়াকে এই বিপদে পড়তে হলো। এভাবে আগেও এসেছে কিন্তু ঝামেলা হয়নি। জেলা প্রবেশন অফিসার বৈধ উপায়ে আসা যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিজ্ঞ আদালতে উভয় পক্ষের সম্মতির বিষয়টি উল্লেখ করে শিশু আইন ২০১৩ এর ৪৮ ধারা মোতাবেক আপোষে মীমাংসার প্রতিবেদন দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত বাদী এস আই কে তারিখের দিন থাকার নির্দেশ দেন। অতঃপর শ্রেয়ার আনন্দের ক্ষণটি আসে। বাদী তাঁর অনাপত্তির কথা জানালে বিজ্ঞ আদালত শ্রেয়াকে মুক্তি দেন। শ্রেয়া এখন হাওড়ায় বাবা-মার কাছে। শ্রেয়ার চোখের সেই আনন্দ অশ্রু স্মরণীয় একটি ক্ষণ হয়ে থাকবে।

“মায়ার স্পর্শ জীবনের সৃষ্টি
শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি”

“সমাজসেবার উদ্ভাবন,
এবার সেবায় ডিজিটাইজেশন”

১০৯৮ এর শুভ উদ্বোধন

চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ উদ্বোধন করেন। দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকোনো মোবাইল ফোন অপারেটরের মাধ্যমে যে কেউ বিনামূল্যে ১০৯৮ নম্বরে ফোন করে শিশু অধিকার লঙ্ঘন, নির্যাতন, নিগ্রহ বা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যহত হওয়ার ঘটনা এবং শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে তথ্য জানাতে পারবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। শিশুদের অধিকারসমূহের প্রচার ও রক্ষায় এবং শিশুদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ চালুর মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আরেকটি মাইলফলক যোগ হলো। আমি খুবই খুশি যে, এই সেবার মাধ্যমে শিশুরা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলো জানাতে পারবে এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা ও সহায়তা নিতে পারবে'।

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদফতর চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিকভাবে এই সেবা কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৩ সালের শিশু আইনের অনুচ্ছেদ ৯০-এর ভিত্তিতে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত এবং ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় স্থাপিত চাইল্ড হেল্পলাইন (সিএইচএল) এর কল সেন্টারের ১০৯৮ নম্বরে দেশের যেকোন স্থান থেকে শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক তথ্যাদি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন তথা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তাৎক্ষনিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা ও সাপোর্ট প্রদানের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন। সমাজসেবা অধিদফতরের ৮ম তলায় চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এর কেন্দ্রীয় কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ ২৪ ঘন্টাই কল সেন্টার এর কার্যক্রম চালু আছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে চাইল্ড হেল্পলাইন বিষয়ে একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শিশুদের হেল্পলাইন ১০৯৮ চালুর ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতাও কমে যাবে। যারা অপকর্ম করবে তারা একটু ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকবে। আর এই লাইনটি যদি কেউ অপব্যবহার করে তাহলে তাদেরও শাস্তির ব্যবস্থা আছে'। উল্লেখ্য, চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ ব্যবহারের মাধ্যমে এ পর্যন্ত সারাদেশে ৩৭৯ টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করাসহ মোট ২০৭০ জন শিশুকে বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শিশু শিশুদের অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সেফ হোমের শিশুদের অভিভাবকদের সাথে স্কাইপের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যক্রমেরও উদ্বোধন করেন একই সাথে। তিনি এ উপলক্ষে ফরিদপুর সেফ হোমের এর তিনজন ভিকটিম শিশু ও তাদের অভিভাবকগণের সাথে ভিডিও কনফারেন্স কথা বলেন। রাজবাড়ীতে অবস্থানরত এক অভিভাবক ফরিদপুর সেফহোমে অবস্থানরত তার শিশু কন্যার সাথে কথোপকথন প্রধানমন্ত্রী প্রত্যক্ষ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শিশু অধিকার সুরক্ষায় সমাজের সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি সরকারি শিশু সুরক্ষামূলক কার্যক্রমসমূহ ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভিকটিম শিশুদের উচ্চ শিক্ষা এবং শিক্ষা পরবর্তী পুনর্বাসন নিশ্চিত করার জন্য সংশিষ্টগণকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

গণভবনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালযের প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডা. মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এমপি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জিল্লার রহমান, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। ভিডিও কনফারেন্স এর অন্য প্রান্তগুলোতে ছিলেন ডিসি ফরিদপুর, ডিসি মাগুরাসহ সমাজসেবা অধিদফতরের উপপরিচালক ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদ।

সম্পাদক : গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর। নির্বাহী সম্পাদক : সোমা ইউসুফ, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজসেবা ভবন, ই-৮/বি-১ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন : +৮৮ ০২ ৯১৩১৯৬৬ ফ্যাক্স : ৯১৩৮৩৭৫। www.dss.gov.bd
মুদ্রণে : মাদার প্রিন্টার্স, আর-২৯/এ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট (২য় তলা), নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫এ